সাতদিন

১৪ অক্টোবর : টাঙ্গাইল পৌরসভার সাবেক কমিশনার বিএনপি নেতা রুমী চৌধুরীকে (৪০) দুষ্কৃতকারীরা নিজ বাড়িতে গুলি ও কুপিয়ে হত্যা করে।

১৫ অক্টোবর : পবিত্র রমজানের আগ মুহূর্তে বাজারে আগুন-ক্রেতাদের মধ্যে উৎকণ্ঠা ও অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

১৬ অক্টোবর : চলচ্চিত্রে অশ্লীলতার সংজ্ঞা নিরূপণের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নসহ ১২ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে চলচ্চিত্র প্রযোজক পরিবেশক সমিতির আহ্বানে চলচ্চিত্র নির্মাণ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকান্ড স্থগিত ঘোষণা করা হয়।

১৭ অক্টোবর : দেশের ৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে পুরোপুরি বন্ধ এবং ৬টিকে ৬ মাসের জন্য সতর্ক করার সুপারিশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক গঠিত একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি।

১৮ অক্টোবর : বিশ্বব্যাংক সিরাজগঞ্জে ৪৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে ৯০০ কোটি টাকার ঋণ সহায়তা প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছে।

১৯ অক্টোবর : ছাত্রদল ও যুবদলের হামলায় রংপুরে জাতীয় ঐক্যমঞ্চ ও বিকল্পধারার গণসংলাপ কর্মসূচি পন্ড হয়ে যায়। এ ঘটনায় সাবেক রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ডা. একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও গণফোরাম সভাপতি ড. কামাল হোসেন লাঞ্ছিত হন।

২০ অক্টোবর : দীর্ঘ ২৯ বছর পর জেলহত্যা মামলার রায় ঘোষিত।

‰mq` bRi“j Bmjvg ZvRDwÏb Avn‡g` K¨v‡Þb (Ae.) gbmi Avjx GGBPGg Kvgi“¾vgvb

জেলহত্যা মামলা একটি রায় অনেক প্রশ্ন

২৯ বছর প্রতীক্ষার পর জেলহত্যা মামলার রায় ঘোষণা হয় গত ২০ অক্টোবর। '৭৫-এ বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ক্যু-পাল্টা ক্যুর চর্চা শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধের চার স্থপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর এবং এ এইচ কামরুজ্জামানকে গভীর রাতে কারাগারে হত্যা করা হয়। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে জাতীয় চার নেতা হত্যা মামলা পুনরুজ্জীবিত করা হয়। বহু চড়াই-উতরাই পেরিয়ে কয়েকটি তারিখ পরিবর্তনের পর অবশেষে নাজিমউদ্দিন রোডের বিশেষ এজলাসে জেলহত্যা মামলার রায় ঘোষণা করেন মহানগর দায়রা জজ মোঃ মতিউর রহমান।

জেল হত্যা মামলা নিয়ে পুরো জাতি নানা রকম আশঙ্কার মধ্যে ছিল। দেশবাসী প্রত্যাশা করেছিল আদালত জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী রায় ঘোষণা করবেন। রায় ঘোষণার পর অনেকেই এটাকে সরকারের প্রহসন বলে অভিহিত করেছেন। রায় ঘোষণার পর দেখা যায়, যে সমস্ত আসামি জামিনে ছিলেন তারা সবাই বেকসুর খালাস পেয়েছেন। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় সাজাপ্রাপ্ত এবং কারাগারে আটক কর্নেল ফারুক, বজলুল হুদাসহ ১২ জনকে যাবজ্জীবন ও পলাতক তিন আসামিকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। বেকসুর খালাসপ্রাপ্তদের মধ্যে তাহের উদ্দিন ঠাকুর ১৬৪ ধারায় চার নেতা হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। জবানবন্দিতে আসামিদের নামও বলেন। কে এম ওবায়দুর রহমান ও শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন যথাক্রমে বিএনপি ও জাতীয় পার্টির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। মেজর (অবঃ) খায়রুজ্জামান বর্তমান সরকারের আমলে রাষ্ট্রীয়ভাবে পুরস্কৃত। বর্তমানে তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

রায় ঘোষণার পর জাতীয় চার নেতার পরিবার রায়কে প্রহসন বলে অভিহিত করেন। আদালত কারাগারে রাতের অন্ধকারে আটক ব্যক্তিদের হত্যার ঘটনাকে নৃশংস ও বর্বরোচিত হিসেবে উল্লেখ করেন। আদালত তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত প্রক্রিয়া ও প্রতিবেদনের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। মামলার সাক্ষ্য-প্রমাণ পর্যালোচনার পর কোনো ষড়যন্ত্রের প্রমাণ না পাওয়ায় মামলার সব আসামিকে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেন।

জেলহত্যা মামলার রায় ঘোষণার পর বিএনপির সাবেক মহাসচিব কে এম ওবায়দুর রহমান স্বভাবতই উল্লসিত ছিলেন। রায়ের প্রতিক্রিয়ায় তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'জাতীয় চার নেতা আমাদের নেতা। তাদের প্রকৃত হত্যাকারীদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেয়া প্রয়োজন। শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনের প্রতিক্রিয়া হলো, আমি এ রায়ে সন্তুষ্ট। ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আমাকে এই মামলায় ফাঁসানো হয়েছিল। অন্যদিকে কারাগারে আটক আসামিরা স্বভাবতই রায়ে খুশি হতে পারেননি। সুলতান শাহরিয়ার রশিদ রায়ের পর ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, একই অভিযোগে কাউকে খালাস, কাউকে শাস্তি দেয়া হয়েছে। বিচারের নামে এটা একটা প্রহসন।

পেস্ট কন্ট্রোল

বাইবিট

সুস্থ খাসির মাংস

খাসি ভেবে বকরীর মাংস L¢"Qb না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব খামারে, আধুনিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সুস্থ খাসির মাংস সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে দেয়া হবে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম
ফোন : ৯১১৩৭৭১, ০১৭১৩৮৭৩৫৪, ০১৭১৯০৭৪৭৪

শ্রাবণ